নীতির প্রশ্নে আপোসহীন
দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখঃ ০৪/০৩/২০২৪ (পৃষ্ঠাঃ ০৫)

টেকসই কৃষি উন্নয়নে পিপিপি

ড. মো. আনোয়ার হোসেন

পিপিপি, ৩পি বা পি৩ হলো– পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ যা সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে পরিচালিত। সাধারণত এতে সরকারি প্রকল্প ও পরিষেবা, বেসরকারি মূলধন অর্থায়ন এবং পিপিপি চুক্তির সময় করদাতা অথবা ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় জড়িত। পিপিপি সংক্রান্ত অংশীদারিত্বে সরকার, বেসরকারি সংস্থা এবং ব্যবহারকারী সকলের জন্য লাভজনক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশে পিপিপি ধারণা খুব প্রচলিত নয়। প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা অনুধাবন করেছিলেন, সরকারের একার পক্ষে দ্রুততার সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। সরকারের সঙ্গে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বেসরকারি খাতের অর্থ এবং তাদের সুদক্ষ পরিচালনা ও উদ্ভাবনী সক্ষমতা কাজে লাগিয়ে দেশের প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন ও সেবা সৃষ্টি/প্রদান করার লক্ষ্যে ১৯৯৬ সালে রাষ্ট্র পরিচালনার ভার গ্রহণ করার পরপরই পিপিপি প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন তিনি।

২০১০ আগস্টে বাংলাদেশ সরকার জনগণের জন্য অত্যাবশ্যক মূল সেক্টর পাবলিক অবকাঠামো এবং পরিষেবাগুলোর উন্নয়নের সুবিধার্থে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ নীতি ও কৌশল জারি করে। পরবর্তীতে একই বছরের সেপ্টেম্বরে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ অফিস পিপিপি প্রকল্পগুলোকে একটি অনুঘটক হিসেবে সক্রিয়ভাবে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠানের মিশন ও ভিশন হলো 'টেকসই জনসেবা অবকাঠামোর উন্নয়ন' এবং 'টেকসই পাবলিক সার্ভিস অবকাঠামো প্রদানে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি সক্ষম পরিবেশ তৈরি করা।' পিপিপি অফিস পিপিপি সংক্রান্ত প্রকল্প চিহ্নিত, উন্নয়ন, টেন্ডার এবং অর্থায়নের জন্য লাইন মিনিস্ট্রিগুলোকে সহায়তা করে। তাছাড়া পিপিপি অফিস আগ্রহী বিনিয়োগকারীদের এবং ঋণদাতাদের উচ্চ মানের পিপিপি প্রকল্পগুলোর জন্য একটি পেশাদার, স্বচ্ছ, কেন্দ্রীভূত পোর্টাল প্রদান করে থাকে। অন্যদিকে পিপিপি অফিস বিশ্বমানের পিপিপি বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে বেসরকারি খাতের লাইন মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে বৃদ্ধি করতে বেসরকারি এবং সিভিল সার্ভিস খাতের পেশাদার কর্মীদের সহায়তা করে, যার লক্ষ্য পিপিপি প্রকল্পগুলোর গুণমান, আকর্ষণ এবং স্থায়িত্ব বাড়ানোর মাধ্যমে দক্ষ এবং খরচ-কার্যকর পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়।

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব প্রকল্প বহুদেশে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রাথমিকভাবে পিপিপি জনসাধারণের পরিষেবা, অবকাঠামো এবং ইউটিলিটিগুলো সরবরাহ করার জন্য একটি সহযোগিতামূলক পদ্ধতি। অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোকে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের নীতি ও কৌশলে কভার করে যেখানে জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্যগুলোর সমর্থনে পিপিপি নির্মাণ করা হয়। পিপিপি নীতির আওতাভুক্ত সেক্টরগুলো হলো– সড়ক ও মহাসড়ক, গণপরিবহন, রেলওয়ে, বন্দর, বিমানবন্দর, বিদ্যুৎ, পর্যটন, সেচ ও কৃষিসেবা, শিল্পসম্পদ, পানি সরবরাহ এবং বিতরণ, বর্জ্য-পানি ব্যবস্থাপনা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, জমি পুনরুদ্ধার এবং ড্রেজিং, তেল এবং গ্যাস উৎপাদন, খনিজসম্পদ, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা। তাছাড়া, পাবলিক সুবিধা, সামাজিক অবকাঠামো এবং অন্যান্য সামাজিক পরিষেবার পাশাপাশি শহর, পৌর এবং গ্রামীণ প্রকল্পগুলোকে উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকার ক্ষেত্র হিসেবে দেখা হয়। এই পদ্ধতিতে সরকার নিয়ন্ত্রিত কাঠামো, নীতি নির্দেশিকা এবং পাবলিক রিসোর্স প্রদান করে এবং বেসরকারি খাত অর্থায়ন, প্রযুক্তি এবং জনবল ও অপারেশনাল দক্ষতা সরবরাহ করে থাকে। প্রকল্পের ঝুঁকি এবং পুরস্কার উভয়ই পাবলিক ও প্রাইভেট সেক্টরের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে থাকে। দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে প্রকল্প নির্মাণ, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের সঙ্গে সম্পর্কিত ঝুঁকিগুলো আরও ন্যায়সঙ্গতভাবে উভয়ের মধ্যে বণ্টন করার মাধ্যমে একক প্রতিষ্ঠানের ওপর ঝুঁকির বোঝা হ্রাস করা সম্ভব হয়। এটি বৃহত্তর পরিসরে সহযোগিতা, উদ্ভাবন এবং কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে উৎসাহিত করে। পিপিপি মডেলে সম্পদের যথাযথ ব্যবহার হয়ে থাকে। সরকারি খাতের সংস্থাগুলো বাজেটের সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হতে পারে। সেক্ষেত্রে বেসরকারি খাতের অংশীদাররা তহবিল, প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং অপারেশনাল দক্ষতা নিয়ে আসে। এই সমন্বয়ের ফলে, প্রকল্পগুলো সময়মতো সমাপ্ত হয় এবং পরিষেবার গুণমান উন্নত হয়। অন্যদিকে প্রথাগত পাবলিক সেক্টরের প্রকল্পগুলো বিভিন্ন কারণে বাস্তবায়ন বিলম্ব হয়ে থাকে। পিপিপি মডেলে বেসরকারি খাতের তৎপরতা এবং সুবিন্যস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত হয়। স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, পরিবহন এবং কৃষির মতো খাতে, পরিষেবার মান সর্বাগ্রে। ব্যক্তিগত অংশীদারদের সম্পৃক্ততা, লাভ এবং প্রতিযোগিতা পরিষেবার মানকে উন্নত করে। তা ছাড়া পিপিপি প্রকল্পগুলো প্রায়শই দীর্ঘমেয়াদি অংশীদারিত্ব হিসেবে গঠন করা হয়, যা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণকে প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিক নির্মাণের বাইরে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পিপিপি প্রকল্প বেসরকারি বিনিয়োগকে আকর্ষণ করে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি করে এবং স্থানীয় উন্নয়নে অবদানের মাধ্যমে এই প্রভাবগুলোকে আরও বাড়িয়ে তোলে। মূলকথা হলো, বড় আকারের প্রকল্পগুলোর আর্থিক বোঝা একটি দেশের বাজেটকে চাপে ফেলে দিতে পারে। পিপিপি শুধু পাবলিক ফান্ডের ওপর নির্ভর না করে বেসরকারি অংশীদারদের নিজস্ব মূলধন এবং ঋণ নিয়ে আসে, রাষ্ট্রের কোষাগারের ওপর তাৎক্ষণিক আর্থিক চাপ কমিয়ে দেয়।

দেশে স্মার্ট কৃষি গড়তে পিপিপি যথেষ্ট সম্ভাবনাময়। বিষয়টি অনুধাবন করে কৃষি মন্ত্রণালয় পিপিপির আওতায় প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে ১৮/০৫/২২, ১৪/০৭/২০২২ এবং ০৯/০৪/২০২৩ কৃষি সেক্টরের সব প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে ৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সম্ভাব্য খাত, উপখাত এবং কার্যক্রম বিষয় নির্ধারণ করা হয়। কার্যক্রমসমূহের মধ্যে (ক) বীজ উৎপাদন, কুল চেন প্রতিষ্ঠা, কৃষি যন্ত্রপাতি উৎপাদন, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন, গ্লাস হাউস প্রতিষ্ঠান ও সার্ভিসিং প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা, ভেপার হিট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন, প্যাকেজিং হাউস প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিষয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য 'Unsolicited Proposal' প্রস্তুত, (খ) সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে হাবভিত্তিক সবজি, মৌসুমি ফল, পেঁয়াজ, টমেটো, আম ইত্যাদি কৃষিপণ্য উৎপাদন এলাকায় স্পেশালাইজড কোল্ড স্টোরেজ স্থাপন এবং (গ) পিপিপি সংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে ৪% সুদে ঋণ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক এবং অর্থ বিভাগকে অনুরোধ জানানো ইত্যাদি। কিছু প্রকল্প গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি উদ্যোগে জমা দেওয়া হয়েছে, যা যাচাই-বাছাই পর্যায়ে আছে। কৃষিতে সরকারি প্রকল্প বাস্তবায়নের পাশাপাশি পিপিপির আওতায় উল্লিখিত বিষয় ছাড়াও সার ও ন্যানো সার উৎপাদন, সৌর শক্তিচালিত সেচ সুবিধা, রাবার ড্যাম নির্মাণ, সাইলো প্রতিষ্ঠা, ভার্টিক্যাল কৃষির উদ্যোগ গ্রহণ, কৃষি যন্ত্রাংশ উৎপাদন ইত্যাদি বিষয়ে প্রকল্প করা যেতে পারে।

পিপিপি পদ্ধতি বিশ্বব্যাপী উন্নয়ন কার্যক্রমের মূল হাতিয়ার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। চীন, ভারত, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলঙ্কা, ফিলিপিন্সসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পিপিপি কর্তৃপক্ষ সফলতা পেয়েছে। ওই সব দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের অধীন স্বশাসিত সংস্থা হিসেবে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব কর্তৃপক্ষ (পিপিপি) প্রতিষ্ঠা করা হয়, যা ইতোমধ্যে উন্নয়নে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের পরিবেশ নিশ্চিতে সফল হয়েছে। স্মার্ট বাংলাদেশের রূপকল্পের সঙ্গে ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার উচ্চাভিলাষী প্রচেষ্টায় পিপিপি প্রকল্প ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। পিপিপির আওতায় Unsolicited, Solicited এবং G to G– প্রক্রিয়ায় প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। Unsolicited-পিপিপি প্রস্তাবনায় একটি বেসরকারি খাত একটি সরকারি পরিষেবা প্রদানের জন্য প্রকল্প ধারণা নিয়ে সরকারের কাছে আসে। অন্যদিকে Solicited পিপিপি প্রস্তাবনা একটি অনুরোধকৃত প্রস্তাব। কোনো নির্দিষ্ট গবেষণা, উন্নয়ন, বা প্রশিক্ষণ প্রকল্পের জন্য প্রস্তাব বা নির্দিষ্ট পরিষেবা বা পণ্য সরবরাহ করার জন্য রিকোয়েস্ট ফর প্রপোজাল (RFP) বা রিকোয়েস্ট ফর অ্যাপ্লিকেশান (RFA) জারি করা হয়। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে জি-টু-জি (সরকার-টু-সরকার) ভিত্তিতে প্রকল্প নেওয়ার বিধান রেখে 'বাংলাদেশ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৯'-এর অনুমোদন করা হয়। বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে বিভিন্ন দেশের সরকারি পর্যায়ে (জি টু জি) প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের বিষয়টি সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (সংশোধন) আইনের মধ্যে নিয়ে আসা হয়। পিপিপি আইন-২০১৫তে জি টু জি প্রকল্পের কোনো বিধান ছিল না।

পিপিপির আওতায় প্রকল্প করতে গেলে আস্থার প্রয়োজন সর্বাগ্রে। সরকারকে যেমন বিশ্বাস করতে হবে প্রাইভেট সেক্টরকে, তেমনি প্রাইভেট সেক্টরকেও বিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। সামগ্রিকভাবে, পিপিপির আওতায় কৃষিতে বাস্তবধর্মী প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে টেকসই কৃষি তথা স্মার্ট বাংলাদেশ গড়া সম্ভব। টেকসই কৃষি বিনির্মাণে বেসরকারি খাতের সম্পদ ও দক্ষতাকে কাজে লাগানোর জন্য বাংলাদেশ সরকারকে পিপিপি কাঠামোর প্রচার ও বিকাশ অব্যাহত রাখতে হবে।

পিপিপির আওতায় প্রকল্প করতে গেলে আস্থার প্রয়োজন সর্বাগ্রে। সরকারকে যেমন বিশ্বাস করতে হবে প্রাইভেট সেক্টরকে, তেমনি প্রাইভেট সেক্টরকেও বিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। সামগ্রিকভাবে, পিপিপির আওতায় কৃষিতে বাস্তবধর্মী প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে টেকসই কৃষি তথা স্মার্ট বাংলাদেশ গড়া সম্ভব

লেখক : প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ফার্ম মেশিনারি অ্যান্ড পোস্ট হারভেস্ট টেকনোলজি বিভাগ
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর